পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অষ্টম অধ্যায় - অযৌক্তিকতা ও অশালীনতা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৮. ১. ৯. নারী সম্পত্তি মাত্র: ধর্ষিতাকেও হত্যা করতে হবে

উপরে ব্যভিচার বিষয়ক বিধানে আমরা দেখলাম যে, নারীর কোনো বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়নি। অবৈধ সম্পর্ক পাওয়া গেলেই নারী ও পুরুষ উভয়কেই হত্যা করতে হবে; নারীকে বাধ্য করা হয়েছে কিনা সে বিষয়টা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচারে কখনো কখনো ধর্ষিতাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কখনো বা তাকে দ- থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। বাইবেলের বিবেচনায় নারী পুরুষের সম্পত্তি মাত্র। ধর্ষিতাকে হত্যার নির্দেশ নিম্নরূপ:

“বিয়ে ঠিক হয়ে আছে এমন কোন মেয়েকে গ্রাম বা শহরের মধ্যে পেয়ে যদি কেউ তার সংগে সহবাস করে, তবে তাদের দু’জনকেই সেখানকার সদর দরজার কাছে নিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে। মেয়েটিকে হত্যা করতে হবে কারণ গ্রাম বা শহরের মধ্যে থেকেও সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে নি, আর পুরুষটিকে হত্যা করতে হবে কারণ সে অন্যের স্ত্রীকে নষ্ট করেছে।” (দ্বিতীয় বিবরণ: ২২/২৩-২৪, কি. মো.-০৬)

এখানে দু’টা বিষয় লক্ষণীয়:

(ক) ধর্ষিতাকে হত্যা করতে হবে, কারণ সে চিৎকার করেনি। অথচ এরূপ ক্ষেত্রে ভয়, লজ্জা, দুর্বলতা ইত্যাদির কারণে মহিলা চিৎকার নাও করতে পারে। সর্বোপরি ধর্ষণের অপরাধ এবং ‘চিৎকার না করার অপরাধ’ কি সমান!

(খ) পুরুষটাকে হত্যা করতে হবে মহিলাকে নষ্ট করার কারণে নয়! বরং অন্য পুরুষের সম্পত্তি নষ্ট করার কারণে! মহিলার ব্যক্তিগত সম্ভ্রম, অধিকার বা নারীত্বের কোনো মূল্য বাইবেল দেয়নি। আর এজন্যই- আমরা দেখব- যদি মহিলা অন্যের সম্পত্তি না হন, অর্থাৎ অন্য কোনো পুরুষের সাথে তার বিবাহ ঠিক না হয় তবে এরূপ ধর্ষণের দ্বারা ধর্ষক সুবিধা লাভ করেন। (দ্বিতীয় বিবরণ: ২২/২৮)

ব্যভিচারের মৃত্যুদণ্ড বিষয়ক বাইবেলের অন্যান্য নির্দেশেও মহিলাকে কোনোরূপ বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ না দিয়েই হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

(ক) “যে তার সৎ মায়ের সংগে সহবাস করে ... তাকে এবং তার সৎ মাকে হত্যা করতে হবে। ... কেউ যদি তার ছেলের স্ত্রীর সংগে সহবাস করে তবে তাদের দু’জনকেই হত্যা করতে হবে।” (লেবীয় ২০/১১-১২)

(খ) “নিজের বোনকে অথবা সৎ বোনকে বিয়ে করে তার সংগে সহবাস করা একটা লজ্জার কাজ ... যারা তা করবে লোকদের চোখের সামনেই তাদেরকে হত্যা করতে হবে। (লেবীয় ২০/১৭)

(গ) “কোনো লোককে যদি অন্য কারও স্ত্রীর সংগে সহবাস করতে দেখা যায় তবে যে তার সংগে সহবাস করছে সেই পুরুষ এবং সেই স্ত্রীলোক দু’জনকেই হত্যা করতে হবে।” (দ্বিতীয় বিবরণ ২২/২২)

উপরের সকল ক্ষেত্রেই মহিলার ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে সকল ক্ষেত্রেই তাকে হত্যা করতে হবে। তার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনোই সুযোগ নেই।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14437

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন